MONDOL INTIMATES LIMITED	শিরোনাম	কেমিক্যাল ক্রয় ও ব্যবহার নীতিমালা
	Last Update	জানুয়ারী ০৪, ২০২০ ইং
	Next Update	জানুয়ারী ০৪, ২০২১ ইং
	রেকর্ড নম্বর, ডকুমেন্ট	MI/Policy

কেমিক্যাল ক্রয় ও ব্যবহার নীতিমালা
Chemical Purchase & Use Policy

লক্ষ্য ঃ

কর্মক্ষেত্রে নিম্নমানের কেমিক্যাল ক্রয়, দূর্ঘটনা, ঝুঁকি ও Banned substances এড়ানোই এই নীতির মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য ঃ

কেমিক্যাল রুমে কর্মরত শ্রমিকদের কেমিক্যাল সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ নিরুপন,নিরাপত্তা বিধান, কেমিক্যালের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা সর্বোপরি, কেমিক্যাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অগ্নিজনিত যে কোন দূর্ঘটনা নিয়ন্ত্রন ও নিরসন করে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরি করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

মূলনীতি ঃ

১. ECR team প্রতিনিয়ত H&M Chemical Restrictions Substance List চেক করবে।

২. কোন কেমিক্যাল কেনার জন্যে ECR team এবং purchase team একসাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিবে। অর্থাৎ ECR team এবং purchase team একটা গ্রুপ হিসেবে কাজ করবে।

৩. একটা কেমিক্যাল কিনতে হলে Chemical Supplier কে H&M Chemical Restrictions সরবরাহ করতে হবে এবং তাদের কাছে জানতে হবে তাদের কেমিক্যালটি H&M Chemical Restrictions বর্ণিত সকল উপাদান মুক্ত কিনা।

৪. যদি Supplier এর জবাব হ্যাঁ হয় তবে তার নিকট আসল MSDS চাইতে হবে।

৫. আসল MSDS হাতে পাওয়ার পর ECR team, H&M Chemical Restrictions Substance List এর সাথে সেটা মিলিয়ে দেখবে যে তাদের Chemical টি কি আসলেই H&M Chemical Restrictions বর্ণিত সকল উপাদান মুক্ত কিনা।

৬. যদি H&M Chemical Restrictions এ বর্ণিত সকল উপাদান মুক্ত হয়, তবে H&M Compliance certificate চাইতে হবে এবং যদি Supplier দিতে রাজি হয় শুধু মাত্র তাহলেই ঐ কান কেমিক্যালটি কেনা যাবে। অন্যথায় সেই কেমিক্যালটি কেনা যাবে না।

প্রস্তুতকারী	মানব সম্পদ ও কমপ্লায়েন্স বিভাগ	
অনুমোদনকারী	মহাব্যবস্থাপক	

৭. যদি কোনো Chemical clause-1 এর আওতায় পড়ে তাহলে কোনোভাবেই সেটা কেনা যাবে না। যদি এটা clause-2 এর আওতায় পরে তাহলে সেটা কেনা যাবে কিন্তু H&M এর কোনো পন্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যাবে না। এবং clause-2 এর আওতাধীন Chemical টি অন্য Chemical থেকে আলাদা করে সঠিকভাবে লেবেলিং করে রাখতে হবে।

৮. Chemical purchase team অবশ্যই Chemical Supplier এর নিকট থেকে H&M Compliance certificate সংগ্রহ করবে। H&M Compliance certificate এ অবশ্যই Chemical Manufacturer সিল ও signature থাকতে হবে। অর্থাৎ certificate টি অবশ্যই Manufacturer এর নিকট তেকে আসতে হবে।

৯. যখন কেমিক্যালটি ফ্যাক্টরীতে আসবে তখন Chemical store responsible নিম্নেবর্ণিত বিষয়গুলি অত্যন্ত ভালভাবে পর্যবেক্ষন করতে হবে ঃ

ক. আসল MSDS আছে কি না।

খ. Chemical যে পাত্রে এসেছে তার গায়ে সটিকভাবে labeling করা আছে কি না। যদি না থাকে তাহলে ECR team এর সাথে চেক করে সঠিকভাবে labeling করার ব্যবস্থা করবে।

গ. Chemical purchase team এবং ECR team এর সাথে Compliance certificate এর ব্যাপারে যাচাই করবে। যদি উপরে বর্ণিত বিষয় গুলো H&M Chemical Restrictions অনুযায়ী হয়ে থাকে তাহলে Receive করবে এবং MSDS এ বর্ণিত বিষয় অনুযায়ী সংরক্ষন করবে।

১০. কেমিক্যাল Store:

ক. কেমিক্যাল স্টোরটিতে অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমান আলো বাতাস থাকতে হবে।

খ. তাপমাত্রা ৩০০ c এর কাছাকাছি থাকতে হবে।

গ. আগুনের তাপ, আগুনের উৎস, অগ্নিস্ফুলিংগ, বৈদ্যুতিক স্ফুলিংগ ইত্যাদি অবশ্যই দূরে রাখতে হবে।

ঘ. ডিজেল, Engine লুব অয়েল ও মেশিন অয়েল ব্যবহারের স্থানে ধূমপান ও আগুনের ব্যবহার সম্পূর্ন নিষেধ।

ঙ. সেকেন্ডারী কনটেইনার ব্যবহার করতে হবে।

চ. খালি কনটেইনার ব্যবহারে সময় সতর্ক থাকতে হবে।

প্রস্তুতকারী	মানব সম্পদ ও কমপ্লায়েন্স বিভাগ	
অনুমোদনকারী	মহাব্যবস্থাপক	

ছ. কেমিক্যাল স্টোর সংরক্ষিত হতে হবে।

জ. আই ওয়াশ থাকতে হবে।

ঝ. কেমিক্যাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে **FIFO (First in-First out)** নিয়ম মেনে চলতে হবে।

১১. কেমিক্যাল Store থেকে মিক্সিং কক্ষে নিয়ে যাওয়ার সময় অবশ্যই ঢেকে ও সাবধানে নিতে হবে।

১২. কেমিক্যাল মিক্সিং কক্ষ:

ক. কেমিক্যাল মিক্সিং কক্ষে পর্যাপ্ত পরিমান আলো থাকতে হবে।

খ. মিক্সিং কক্ষে বাংলা MSDS থাকবে।

গ. কেমিক্যাল মিক্সিং এর সময় অবশ্যই রাবার হ্যান্ড গ্লোভস ও গামবুট ব্যবহার করতে হবে।

ঘ. আই প্রটেক্টর(চশমা) ও মাস্ক ব্যবহার করবে।

ঙ. ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা ভালো আছে এমন জায়গায় ব্যবহার করবে।

চ. আই ওয়াশ থাকতে হবে।

ছ. মিক্সিং কালার সংরক্ষন করলে অবশ্যই কন্টেইনার এর গায়ে তারিখ, Buyer name, style উল্লেখ করতে হবে।

ছ. মিক্সিং কালার সংরক্ষন বেশি দিন (৩-৪ মাস) করা যাবে না। বেশি দিন সংরক্ষন করলেও Product ব্যবহার করা যাবে না।

১৩. Production floor এ কেমিক্যাল ব্যবহারের নিয়ম ঃ

ক. কেমিক্যাল ব্যবহারের সময় অবশ্যই হ্যান্ড গ্লোভস ব্যবহার করতে হবে।

খ. মাস্ক ব্যবহার করতে।

গ. এপ্রোন ব্যবহার করবে।

ঘ. মিক্সিং কালার পাত্রে অবশ্যই Hazard চিহ্ন থাকতে হবে।

প্রস্তুতকারী	মানব সম্পদ ও কমপ্লায়েন্স বিভাগ	
অনুমোদনকারী	মহাব্যবস্থাপক	

১৪. কেমিক্যালের খালি কন্টেইনার অবশ্যই ETP water line এ পরিষ্কার করে Wastage store room এ রাখবে।

১৫.কেমিক্যেল ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিক সমূহ ঃ

চোখঃ চোখের জ্বালাপোড়া দেখা দিতে পারে, চোখ লাল হতে পারে, চোখ ফুলে যেতে পারে এবং চোখে পানি আসতে পারে।

ত্বকঃ ত্বকে প্রদাহ দেখা দিতে পারে। দীর্ঘ সংস্পর্শ অথবা বারংবার সংস্পর্শের কারণে ত্বকের তেল হ্রাস পেতে পারে, ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়তে পারে এবং ত্বকে ফাটল দেখা দিতে পারে।

নিঃশ্বাস গ্রহনঃ নি:শ্বাসের সঙ্গে বাষ্প অথবা ধোঁয়া গ্রহণ করার ফলে মিউকাস ত্বকের এবং উপরের শ্বাস নালীর জ্বালাপোড়া দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত মাত্রায় উন্মোচনের ফলে মাথা ব্যথা, ঝিমুনী, তন্দ্রালুতা, নি:শ্বাসের কষ্ট, হৃদকম্পে সমস্যা, অনিয়মিত হৃদকম্পে, স্বল্পস্থায়ী নি:শ্বাস, অচেতনতা এমনকি মুত্যুও হতে পারে।

গলধঃকরণঃ গলার মধ্যে দিয়ে এ্যারোসল পণ্য প্রবেশ করবে এ ধরণের সম্ভাবনা কম। এর ফলে আন্ত্রিক প্রদাহ, বমিভাব দেখা দিতে পারে এবং বমি হতে পারে, স্নায়ূতন্ত্র প্রভাবিত হতে পারে। গিলে ফেলার ফলে ফুসফুসে সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং বমি করার ফলে ফুসফুসের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে।

১৬. কেমিক্যালের ক্ষতির প্রাথমিক চিকিৎসা সমূহঃ
ক. যদি শরীরের কোন স্থানে লেগে যায় তখন ঐ স্থান প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। প্রয়োজন হলে সাবান ব্যবহার করতে হবে।
খ. যদি চোখে যায় তখন যত দ্রুত সম্ভব প্রচুর পানি দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলতে হবে।
গ. নিঃশ্বাসের সাথে ভিতরে চলে গেলে মুক্ত বায়ু সেবন করতে হবে। যদি সমস্যা বেশি হয় ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
ঘ. দুর্ঘটনাবশতঃ খেয়ে ফেললে মুখ দ্রত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। মুক্ত বায়ু সেবন করতে হবে এবং দ্রত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

১৭. কেমিক্যালের অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা সমূহঃ

যদি কোন কারণে কেমিক্যাল রুমে অগ্নি দূর্ঘটনা ঘটে তবে নিম্নোক্ত উপায়ে অগ্নি নির্বাপন করতে হবে।

নির্বাপক মাধ্যমঃ ড্রাই পাউডার, ফোম, কার্বন ডাই অক্সাইড।

নির্বাপক কর্মীর নিরাপত্তাঃ প্রত্যেক অগিড়বনির্বাপক কর্মীকে সুবিধাজনক গ্লাভস, বুট ও অগিড়ব প্রতিরোধক পোশাক পরিধান করতে হবে।

প্রস্তুতকারী	মানব সম্পদ ও কমপ্লায়েন্স বিভাগ	
অনুমোদনকারী	মহাব্যবস্থাপক	

কেমিক্যাল দূর্ঘটনা যেন না ঘটে এ ব্যাপারে পদক্ষেপসমূহ নিন্মরূপ ঃ

শুধুমাত্র কেমিক্যাল সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত ব্যক্তিগণই উপরোক্ত কেমিক্যাল সমুহ ব্যাবহার করে থাকে এবং যথাযথ ভাবে রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়। কেমিক্যাল রুমে কর্মরত স্পট রিমোভার অপারেটরদের কেমিক্যাল ব্যবহারের নিয়মাবলী (M.S.D.S & P.P.E. Training) এর মাধ্যমে কর্মীদের ব্যবহৃত সকল কেমিক্যালের পরিচয়, কি কি উপাদান দিয়ে তৈরী, এদের ব্যবহার বিধি, ক্ষতিকর দিকসমূহ ছাড়াও এগুলো মানব দেহের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর এইসব বিষয়ে কর্মীদের সম্যক ধারনা দেয়া হয়। কেমিক্যাল ব্যবহারের জায়গায় M.S.D.S এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার না করলে কি কি ক্ষতি হতে পারে তার পোষ্টার দেয়া হয়েছে। আমাদের কারখানায় ব্যবহৃত কেমিক্যাল নির্দিষ্ট স্থানে সাধারন কর্মীদের নাগালের বাইরে সংরক্ষিত স্থানে রাখা হয়, যেন কোন অবস্থাতেই সাধারন কর্মীরা কেমিক্যাল এর সংস্পর্শে আসতে না পারে।

উপরোক্ত কার্যগুলো কেমিক্যাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ গুরত্ব দিয়ে করে থাকি।

প্রস্তুতকারী	মানব সম্পদ ও কমপ্লায়েন্স বিভাগ	
অনুমোদনকারী	মহাব্যবস্থাপক	